বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

বার্ষিক অডিট রিপোর্ট

প্রথম খন্ড

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়

(বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প সমূহের হিসাব সম্পর্কিত)

অর্থ বছর ঃ- ২০০৬-২০০৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ- ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালকের বক্তব্য	খ
৩.	**প্রথম অধ্যায়**	১-৮
	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫-৭
	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৮
	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৮
	অডিটের সুপারিশ	৮
৪.	**দ্বিতীয় অধ্যায়**	৯-২০
	Abbreviation & Glossary	১১
	আপত্তিসমূহের বিস্তারিত বিবরণঃ	১২-২০
	স্থানীয় সরকার বিভাগঃ	
	০১। প্রকল্প বহির্ভূত ১০৫.১৬৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ অসমাপ্ত থাকায় ১০৩.৯২ লক্ষ টাকা অপচয়/ক্ষতি।	১২
	০২। দরপত্র দলিলে কাটাকাটি করে চুক্তি মূল্যের চেয়ে ২৩.৪২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৩
	০৩। এক প্রকল্পের অর্থ দ্বারা অন্য প্রকল্পের কাজ বাবদ ৬৯৫.৪৪ লক্ষ টাকা খরচ করা হয়েছে।	১৪
	০৪। নতুন ঠিকাদার দ্বারা কাজের অবশিষ্টাংশ বাস্তবায়ন করানোর ফলে ১৩৫.৯৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।	১৫
	০৫। ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেওয়ায় সরকারের ২০.৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।	১৬
	০৬। দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট এর বিপরীতে ২১৬৪.৩৯ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান।	১৭
	০৭। সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত ৩৮৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান।	১৮
	০৮। প্রাপ্য হারের চেয়ে অধিক হারে প্রান্তিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এনজিওকে ১৮.৬২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৯
	০৯। পিপিআর-২০০৩ এর বিধি লংঘন করে ১৫১২.৪৩ লক্ষ টাকা নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।	২০
	মহাপরিচালকের স্বাক্ষর	২০

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট) অ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

স্বাক্ষরিত

আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ

তারিখ ------১২/০৪/১৪১৬ বঙ্গাব্দ
২৭/০৭/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১২৮ অনুচ্ছেদ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট (১৯৭৪ সনের ২৪ নম্বর আইন, ১৯৭৫ সনের সংশোধনীসহ) অনুযায়ী স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন এবং সমবায় মন্ত্রণালয়ের অধীনে ০৬টি প্রকল্পের ২০০৬-০৭ ও তৎপূর্ববর্তী অর্থ বৎসরের হিসাব বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর পক্ষে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক পরীক্ষা করে ০৯টি গুরুতর আর্থিক অনিয়ম সম্পর্কিত আপত্তি এ অডিট রিপোর্টে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। আপত্তিসমূহে জড়িত অনিয়মের আর্থিক সংশ্লেষ ৮৫৩৯.৬৯ লক্ষ টাকা। এ সকল গুরুত্বপূর্ণ আর্থিক অনিয়ম উত্থাপনে বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক গভর্ণমেন্ট অডিটিং স্ট্যান্ডার্ডস, অডিট কোড, অডিট ম্যানুয়েল এবং প্রচলিত বিধি বিধান ইত্যাদি যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়েছে। ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ও অডিট অনুচ্ছেদসমূহ প্রথম খন্ডে এবং পরিশিষ্টসমূহ দ্বিতীয় খন্ডে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে।

স্বাক্ষরিত

০৬/০৪/১৪১৬ বঙ্গাব্দ
তারিখ ২১/০৭/২০০৯ ------
খ্রিষ্টাব্দ

মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
	স্থানীয় সরকার বিভাগ	
১	প্রকল্প বহির্ভূত ১০৫.১৬৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ অসমাপ্ত থাকায় অপচয়/ক্ষতি।	১০৩.৯২ লক্ষ
২	দরপত্র দলিলে কাটাকাটি করে চুক্তি মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	২৩.৪২ লক্ষ
৩	এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পের কাজে ব্যয় করা হয়েছে।	৬৯৫.৪৪ লক্ষ
৪	নতুন ঠিকাদার দ্বারা কাজের অবশিষ্টাংশ বাস্তবায়ন করানোর ফলে ক্ষতি।	১৩৫.৯৪ লক্ষ
৫	১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেওয়ায় সরকারের ক্ষতি।	২০.৫৮ লক্ষ
৬	দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট এর বিপরীতে কার্যাদেশ প্রদান।	২১৬৪.৩৯ লক্ষ
৭	সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত কার্যাদেশ প্রদান।	৩৮৬৪.৯৫ লক্ষ
৮	প্রাপ্য হারের চেয়ে অধিকহারে প্রান্তিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এনজিওকে অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।	১৮.৬২ লক্ষ
৯	পিপিআর-২০০৩ এর বিভিন্ন বিধি লংঘন করে নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।	১৫১২.৪৩ লক্ষ
৯টি	**সর্ব মোট =**	৮৫৩৯.৬৯ লক্ষ
	কথায়ঃ পঁচাশি কোটি উনচল্লিশ লক্ষ উনসত্তর হাজার টাকা মাত্র।	

অডিট বিষয়ক তথ্যঃ

নিরীক্ষার অর্থ বছরঃ-

২০০৬ - ২০০৭
২০০৫ - ২০০৬

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠানঃ-

১। স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর।
২। ঢাকা সিটি কর্পোরেশন।
৩। সিলেট সিটি কর্পোরেশন।

নিরীক্ষার প্রকৃতিঃ-

আর্থিক (Financial) ও মান অনুসরণ (Compliance) অডিট।

নিরীক্ষার সময়ঃ-০১-০৫-২০০৮ খ্রিঃ হতে ০৩-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
২৭-০৪-২০০৮ খ্রিঃ হতে ১৬-০৬-২০০৮ খ্রিঃ পর্যন্ত
২৩-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত
১০-০৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ০৪-১২-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
১০-০৯-২০০৬ খ্রিঃ হতে ২১-০৯-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত
২৬.০৬.২০০৭ খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত

নিরীক্ষার পদ্ধতিঃ-

- সংশ্লিষ্ট প্রকল্প সমূহ অডিটের জন্য নির্বাচনের পর প্রকল্প পরিচালকের অফিস হতে নিম্নোক্ত তথ্যাদি সংগ্রহ করা হয়ঃ-
- আর্থিক বিবরণী।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ।
- অর্থ ছাড়পত্র (এডিপি বরাদ্দ অনুযায়ী)।
- প্রকল্পের ব্যাংক বিবরণী।
- প্রয়োজনীয় অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ।

উপরে বর্ণিত ও প্রাসংগিক অন্যান্য তথ্যাদি বিশ্লেষণ এবং পরীক্ষামূলক স্থানীয় নিরীক্ষা।

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যাঁরা ছিলেনঃ-

১। জনাব মোঃ শাহাবুদ্দিন পাটোয়ারী, মহাপরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

২। জনাব আবুল কালাম আজাদ, পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৩। জনাব জামশেদ মিনহাজ রহমান, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৪। জনাব নজরুল ইসলাম আজাদ, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৫। জনাব সেলিনা রহমান, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৬। জনাব মোহাম্মদ মমিনুল হক ভুইয়া উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৭। জনাব তানযিলা চৌধুরী, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

৮। জনাব মোঃ আবদুল মালেক জমাদার, উপ-পরিচালক, বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর।

ম্যানেজমেন্ট ইস্যুঃ-

- ডিপিপি/ডিসিএ মোতাবেক প্রাপ্ত সম্পদের ব্যবহার সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- সরকারি সম্পদের অপচয়, চুরি, ঘাটতি, ক্ষতি ইত্যাদি নিরূপণ এবং রাজস্ব (আয়কর/ভ্যাট) আদায় ও সরকারি কোষাগারে জমা সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া।
- আর্থিক/ভান্ডার, অব্যবস্থাপনার বিষয়াদি চিহ্নিত করা এবং সরকারি আর্থিক শৃংখলা নিশ্চিত করণ।

অনিয়ম ও ক্ষতি সমূহের কারণঃ-

- কার্যকর পরিকল্পনার অভাব।
- ডিপিপি/টিপিপি/ডিসিএ বহির্ভূত ব্যয়।
- সরকারি আর্থিক বিধি-বিধান লংঘন।
- ক্রয়/নিয়োগ সংক্রান্ত বিধান লংঘন।

অডিটের সুপারিশঃ-

- প্রকল্পের অব্যয়িত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা গ্রহণ করা প্রয়োজন।
- রাজস্ব আদায় করে তা নিকটস্থ সরকারি কোষাগারে জমা দেয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।
- অনুমোদিত পি পি'র মধ্যে যাবতীয় ব্যয় সীমাবদ্ধ রাখা আবশ্যক।
- সরকারি বিধি বিধান অনুযায়ী ব্যয় করা আবশ্যক।
- দক্ষ জনবল গড়ে তোলার লক্ষ্যে নিয়মিত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা আবশ্যক।
- অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ এবং অভ্যন্তরীণ নিরীক্ষা ব্যবস্থা জোরদার করা আবশ্যক।
- সকল ক্ষেত্রে অনিয়ম সমূহের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণ ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ আবশ্যক।
- ক্রয়/জনবল/পরামর্শক নিয়োগ/ভান্ডার ব্যবস্থাপনার ক্ষেত্রে সরকারি/উন্নয়ন সহযোগীর নিয়মনীতি অনুসরণ করা আবশ্যক।
- নিরীক্ষার নিকট নিরীক্ষাযোগ্য কাগজপত্র উপস্থাপন নিশ্চিত করা আবশ্যক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদসমূহ)

Abbreviation & Glossary

১।	PPR =	Public Procurement Regulation
২।	GOB =	Government of Bangladesh
৩।	RPA =	Reimbursement Project Aid
৪।	LGED =	Local Government Engineering Department
৫।	NGO =	Non Government Organization.
৬।	IFB =	Invitation for Bid.
৭।	KFW =	Kuait Fund for Works.
৮।	GTZ =	German Development Co-opration.
৯।	IDB=	Islamic Development Bank.
১০।	ADB =	Asain Development Bank.
১১।	BOQ =	Bill of Quantity.
১২।	DFID =	Department for International Development.
১৩।	NOA =	Notification of Award.
১৪।	IDA =	International Development Agency.
১৫।	PG =	Performance Guaranty.
১৬।	SD =	Security Deposit.
১৭।	LBC =	Large Bridge Culvert.
১৮।	BIWTA=	Bangladesh Inland Water Transport Authority.
১৯।	MB =	Measurement Book.
২০।	PMU =	Project Management Unit.
২১।	GNCP=	Greater Noakhali and Chittagong Project.
২২।	DRGA=	Debt Releif Grant Assistance.

স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
স্থানীয় সরকার বিভাগ

অনুচ্ছেদ - ১ ঃ

শিরোনাম ঃ প্রকল্প বহির্ভূত ১০৫.১৬৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণ অসমাপ্ত থাকায় ১০৩.৯২ লক্ষ টাকা অপচয়/ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত ডিআরজিএ সহায়তাপুষ্ট (Debt Relief Grant Assistance) "গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়ক বৃহৎ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" শীর্ষক প্রকল্পের ২০০৬-০৭ খ্রিঃ অর্থ বছরের হিসাব ০১-০৫-০৮ খ্রিঃ হতে ০৩-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি,ঢাকা এর কার্যালয় অডিট কালে দেখা যায় যে, পিপি প্রভিশন বহির্ভূত অসমাপ্ত ১০৫.১৬৫ মিটার দীর্ঘ ব্রীজ নির্মাণের জন্য ১,০৩,৯২,০৭৪.০০ টাকা ব্যয় করা হয়।
- অগ্রাধিকার ভিত্তিক প্রকল্প (৩য় অংশ) হতে উক্ত ব্রীজ নির্মানের জন্য টেন্ডার আহবান করা হয়। টেন্ডার নং- ৯৮ (২০০৩-০৪)।
- বৃহত্তর ঢাকা জেলা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের প্রকল্প পরিচালক কর্তৃক স্কীম অনুমোদন এবং মেসার্স ওরিয়েন্ট ট্রেড ইন্টারন্যাশনালকে ২৩৪.২০ লক্ষ টাকার লেটার অব এক্সেপটেন্স এবং কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।
- উক্ত ঠিকাদারকে ২য় (চূড়ান্ত) বিলের মাধ্যমে ১,০৩,৯২,০৭৪.০০ টাকা পরিশোধ করা হয় এবং ১৫-০৩-০৫ তারিখে কাজ সমাপ্তির সময় দেখানো হয়।
- ২০০৪ -০৫ অর্থ বছরে লার্জ ব্রীজ কালভার্ট (LBC) প্রকল্প হতে ১ম চলতি বিলের মাধ্যমে ১,০১,৩৪,৬৮৯.০০ টাকা এবং ২০০৬-০৭ অর্থ বছরে ২,৫৭,৩৮৫.০০ টাকা অর্থাৎ মোট ১,০৩,৯২,০৭৪.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- অদ্যাবধি কাজটি অসমাপ্ত রয়েছে এবং বাস্তব অগ্রগতি প্রতিবেদন উপস্থাপন করা হয়নি।
- Performance gurantee এবং Security deposit ইতোমধ্যে ফেরত দেয়া হয়েছে।
- সুতরাং এক্ষেত্রে আর্থিক নিয়ম অনুসরণ করা হয়নি। **বিস্তারিত- পরিশিষ্ট-১।**
- জনাব মোঃ শহীদুল হাসান, প্রধান প্রকৌশলী, এলজিইডি, জনাব মোঃ হায়দার আলী, প্রকল্প পরিচালক, এলবিসিপি এবং জনাব মোঃ মোমিনুর রহমান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, ঢাকা এর দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- বিআইডব্লিউটিএ হতে Navigation clearance না থাকায় স্কীম সমাপ্ত করা সম্ভব হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব যথার্থ নয় কেননা Navigation clearance কাজ শুরুর পূর্বেই গ্রহণ করা প্রয়োজন ছিল ।
- এক প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অন্য প্রকল্প অনুমোদন করে প্রকল্প হতে ব্যয় নির্বাহ করায় আর্থিক বিধি লংঘিত হয়েছে।
- উক্ত অর্থ অপচয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ২৩/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয় ! পরবর্তীতে ১০/৯/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৭/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় কর্তৃক বিষয়টি তদন্ত হওয়া প্রয়োজন।
- বিআইডব্লিউটিএ এর অনুমোদন না নেয়ার জন্য দায় দায়িত্ব নির্ধারণ করা আবশ্যক।
- দায়ি ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে উক্ত টাকা আদায় করে সরকারী তহবিলে জমা করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ - ২ ঃ

শিরোনাম ঃ দরপত্র দলিলে কাটাকাটি করে চুক্তি মূল্যের চেয়ে ২৩.৪২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক DRGA এর আওতায় বাস্তবায়িত "পল্লী উন্নয়ন প্রকল্পঃ বৃহত্তর নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম জেলা (ফেনী, লক্ষীপুর, নোয়াখালী, চট্টগ্রাম এবং কক্সবাজার জেলা)" প্রকল্পের ২০০৬-০৭ অর্থ বছরের হিসাব ২৭-০৪-০৮ খ্রিঃ হতে ১৬-০৬-০৮ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে সম্পন্ন করা হয়।
- অডিট কালে প্রকল্প পরিচালক এবং নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, চট্টগ্রাম কার্যালয়ের নথি হতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম জেলার গান্দামারা ইউনিয়নের কাটাখালী শাহবাজার ভায়া মৌলানা আশরাফ আলী সড়ক উন্নয়ন (ড্রেন, কালভার্টসহ, প্যাকেজ নং ৩০) কাজে ঠিকাদার মেসার্স ইউনুস এন্ড ব্রাদ্রার্স লিঃ টেন্ডার আইটেম নং-৮, আইটেম কোড ৩.২.৩০ এর মূল্য ২৫০ টাকা প্রতি বঃ মিঃ (মোট ২২৮৭৫ বঃ মিঃ) হিসাবে মোট ৫৭,১৮,৭৫০.০০ টাকা উদ্ধৃত করে টেন্ডার মেমোরেন্ডাম দাখিল করে।
- পরবর্তীতে টেন্ডার আইটেম নং-৮ এ উক্ত মূল্য কাটাকাটি করে ২৫০/- এর স্থলে ৩৫০/- টাকা প্রতি বঃ মিঃ লিখে আইটেমের মোট মুল্য ৫৭,১৮,৭৫০.০ টাকার স্থলে ৮০,৬০,২৫০.০০ টাকা পরিশোধ করা হয়। ফলে, ২৩,৪১,৫০০.০০ টাকা (৮০,৬০,২৫০.০০ - ৫৭,১৮,৭৫০.০০) অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়।
- কাগজ পত্র পর্যালোচনা কালে অডিটের কাছে মনে হয়েছে যে, ঠিকাদারকে উক্ত কাটাকাটি করার সুযোগ প্রদানের মাধ্যমে প্রাপ্যতা বহির্ভূত সুবিধা প্রদান করা হয়েছে।
- এ সময়ে জনাব মোঃ আনোয়ারুল হক, প্রকল্প পরিচালক মোঃ আব্দুর রাজ্জাক এবং মোঃ শাহজাহান মোল্লা, নির্বাহী প্রকৌশলী চট্টগ্রাম এর দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ থেকে জানানো হয় যে দরপত্রের অনুলিপির এক কপি সীল করা খামে প্রকল্প পরিচালকের দপ্তরে রক্ষিত আছে এবং তাদের নিকট শুধুমাত্র দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদনের সত্যায়িত ফটোকপি প্রেরণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- টেন্ডার ডকুমেন্ট টেম্পারিং এর মাধ্যমে প্রকল্পের আর্থিক ক্ষতি সাধিত করা হয়।
- প্রকল্প অফিসে অনুরুপ টেন্ডার ডকুমেন্টই পাওয়া যায়।
- উক্ত অর্থ পরিশোধের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৩/৮/০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১১/৯/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ৭/১০/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায় দায়িত্ব নির্ধারণপূর্বক দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ তাঁদের নিকট থেকে উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৩

শিরোনামঃ এক প্রকল্পের অর্থ দ্বারা অন্য প্রকল্পের কাজ সম্পাদন বাবদ ৬৯৫.৪৪ লক্ষ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।

বিবরণঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক DRGA এর আওতায় বাস্তবায়িত "গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে বৃহৎ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" প্রকল্পের ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- অডিটকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ, নেত্রকোনা, সিরাজগঞ্জ অফিসের বিল/ভাউচার, কার্যাদেশ, অগ্রগতির প্রতিবেদন এবং অন্যান্য রেকর্ড পত্রাদি হতে দেখা যায় যে, "বৃহৎ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" প্রকল্পের তহবিল হতে "পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প" শীর্ষক অন্য একটি প্রকল্পের কাজ বাবদ ৬,৯৫,৪৩,৮৬৯/- টাকা খরচ করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-২/১-২/৩)**
- উক্ত সময়ে জনাব আরমান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁও, জনাব মজুমদার কাদের চৌধুরী এবং একে ফজলুল হক, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা এবং জনাব কাজী মোঃ খুরশীদ হাসান, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, সিরাজগঞ্জে কর্মরত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ জানায় যে, প্রকল্প পরিচালকের নির্দেশে এলবিসি প্রকল্প হতে এ খরচ করা হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নেত্রকোনা জানান যে, সংশ্লিষ্ট নথি যাচাইপূর্বক পরে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ ঃ

- এক প্রকল্পের অর্থ অন্য প্রকল্পে স্থানান্তর একটি গুরুতর অনিয়ম। তাছাড়া এবিষয়ে প্রকল্প অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষের অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি।
- উক্ত অর্থ অনিয়মিত ব্যয়ের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১১/৬/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। ১৫/৭/০৮ তারিখের প্রাপ্ত জবাব গ্রহনযোগ্য নয় মর্মে সচিবকে জনিয়ে দেয়া হযেছে, কিন্তু এরপর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিষয়টি যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক তদন্ত হওয়া আবশ্যক এবং অন্য প্রকল্পে ব্যয়িত সমুদয় অর্থ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পে ফেরৎ আনা আবশ্যক/অথবা যথাযথকর্তৃপক্ষের মাধ্যমে বিষয়টি নিয়মানুগ করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-০৪

শিরোনামঃ নতুন ঠিকাদার দ্বারা কাজের অবশিষ্টাংশ বাস্তবায়ন করানোর ফলে ১৩৫.৯৪ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরণঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক DRGA এর আওতায় বাস্তবায়িত "গুরুত্বপূর্ণ ফিডার ও গ্রামীণ সড়কে বৃহৎ ব্রীজ/কালভার্ট নির্মাণ" প্রকল্পের ২০০৪-০৫ ও ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৩-০৪-২০০৭ খ্রিঃ হতে ২১-০৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- অডিটকালে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁও ও কুমিল্লা কার্যালয়ের রেকর্ড পত্রাদি হতে পরিলক্ষিত হয় যে, বিভিন্ন ঠিকাদার আংশিক কাজ বাস্তবায়নের পর তাদের কাজ পরিত্যাগ করেন এবং অবশিষ্ট কাজসমূহ বিভিন্ন নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি অফিস কর্তৃক নতুন ঠিকাদার নিয়োগের মাধ্যমে করানো হয়।
- ফলে চুক্তি মূল্যের চেয়ে মোট ১,৩৫,৯৩,৫৩৫/- টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়, যা চুক্তিশর্তের ধারা ৩(সি) অনুযায়ী ব্যর্থ/খেলাপী ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। **(পরিশিষ্ট ৩/১- ৩/২)**
- আলোচ্য ধারা অনুযায়ী মূল ঠিকাদারের কাজের অবাস্তবায়িত অংশ পরিমাপ করা এবং তা অন্য ঠিকাদারকে দিয়ে সম্পন্ন করার বিধান রয়েছে। এক্ষেত্রে মূল ঠিকাদারের বাস্তবায়িত অংশের এবং অবাস্তবায়িত অংশের মোট খরচ মূল চুক্তি মূল্যের চেয়ে বেশী হলে উক্ত অতিরিক্ত খরচ মূল ঠিকদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য।
- উক্ত সময়ে জনাব আরমান আলী, নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ এবং জনাব শফিকুর ইসলাম আকন্দ, নির্বাহী প্রকৌশলী এলজিইডি, কুমিল্লা, উক্ত কাজ বাস্তবায়নের দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, নওগাঁ জানান যে, ব্যর্থ/খেলাপী ঠিকাদারের কার্যাদেশ বাতিল ও সিকিউরিটি ডিপোজিট বাজেয়াপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট কাজের পুনঃ নকশা ও পুনঃ প্রাক্কলন তৈরী করে দরপত্র আহ্বানের মাধ্যমে নতুন ঠিকাদারকে দিয়ে করানো হয়েছে।
- নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, কুমিল্লা জানান যে, প্রাক্তন নির্বাহী প্রকৌশলী কার্যাদেশ বাতিলের পূর্বেই জামানত ফেরত প্রদান করে। অবশিষ্ট কাজ বাস্তবায়নের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- ব্যর্থ ঠিকাদারের সিকিউরিটি ডিপোজিট/পারফরমেন্স সিকিউরিটি বাজেয়াপ্ত করার কোন প্রমাণক পাওয়া যায়নি।
- মূল নকশা হতে নতুন নকশা কতটুকু পরিবর্তন করা হয়েছে সে সম্পর্কে কোন তথ্য পাওয়া যায়নি।
- উক্ত অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ১/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১১/৬/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। ১৫/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখের প্রাপ্ত জবাব গ্রহনযোগ্য বিবেচিত না হওয়ায় সচিবকে জানিয়ে দেয়া হয়, কিন্তু এরপর আর কোন জবাব পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অবশিষ্ট কাজ সম্পাদন করতে মূল চুক্তি মূল্যের চেয়ে অতিরিক্ত যে খরচ হয়েছে তা ব্যর্থ/খেলাপী ঠিকাদার বা দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদঃ ০৫

শিরোনামঃ ১ম সর্বনিম্ন দরদাতাকে কাজ না দেওয়ায় সরকারের ২০.৫৮ লক্ষ টাকা ক্ষতি।

বিবরনঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগ এর অধীন স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়িত পোষ্ট ফ্লাড রিকভারী এসিসটেন্স প্রোগ্রাম (সেকেন্ডারী রোড নেট ওয়ার্ক) এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১০-০৯-২০০৬ তারিখ হতে ০৪-১২-০৬ তারিখ সময়ে অডিট করা হয়। অডিট কালে নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি হবিগঞ্জ এর রেকর্ড পত্র হতে দেখা যায় যে,
- আই এফ বি, নং ১৮-২০০৪-২০০৫(প্যাকেজ নং আরপি এম ৩৬.২) এর অধীন ৩ (তিন) জন দরদাতার মধ্যে মেসার্স আজাদ এন্ড ব্রাদার্স ১,৫২,৮১,৪১৯.৮১ টাকা দর দাখিল করে সর্বনিম্ন দর দাতা ছিলেন।
- কিন্তু স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক ১ম ও ২য় সর্ব নিম্ন দরদাতাকে কার্যাদেশ প্রদান না করে তৃতীয় সর্বনিম্ন দরপত্র দাতা মেসার্স জেবি অব এস ইসলাম এন্ড জামাল ইকবাল কে ১,৭৩,৩৯,৬৪০.০০ টাকা মূল্যে কাজটি প্রদান করা হয়। ফলে সরকারের ২০,৫৮,২২১/- টাকা (১,৭৩,৩৯,৬৪০.০০ - ১,৫২,৮১,৪১৯.৮১) আর্থিক ক্ষতি হয়। উল্লেখ্য যে পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ৩১(১৩) মোতাবেক সর্বনিম্ন মূল্যায়িত দরপত্রের দরদাতাই সফল দরদাতা হিসাবে গণ্য হবেন। অতএব, এক্ষেত্রে পিপিআর-২০০৩ এর উক্ত প্রবিধান লংঘিত হয়েছে এবং সরকারের উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত সময়ে জনাব মোঃ মঞ্জুর কাদের চৌধুরী নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, হবিগঞ্জ দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- স্থানীয় কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে যে, রেকর্ডপত্র যাচাই করে পরবর্তীতে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে ৮/৩/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৩/৪/২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৬/২/২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায় নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- বিষয়টি তদন্ত করে দায়ী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণসহ উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৬

শিরোনাম ঃ **দরপত্র আহবান ব্যতিরেকে পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট এর বিপরীতে ২১৬৪.৩৯ লক্ষ টাকার কার্যাদেশ প্রদান।**

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এডিবি লোন নং-২১৭২ ব্যান (এসএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত "সেকেন্ড আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার" প্রজেক্ট এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১০.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- অডিটকালে দেখা যায় যে, দরপত্র আহবান ছাড়াই ১৬টি পার্টনারশীপ এগ্রিমেন্ট (এনজিও সার্ভিস) এর জন্য ১৬ টি NGO কে ২১,৬৪,৩৮,৬০৫.০০ টাকার কার্যাদেশ প্রদান করা হয় **(পরিশিষ্ট-৪)**
- পিপি আর ২০০৩ এর ২১(২) এবং ১৮ নং প্রবিধান লংঘিত হয়েছে।
- জনাব মোহাম্মদ ইকবাল আলোচ্য সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রোগ্রাম চালু রাখার জন্য প্রশাসনিক মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে কার্যাদেশ দেয়া হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- যথাযথ ক্রয় বিধি ও পদ্ধতি অনুসরন না করে কার্যাদেশ প্রদান করায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি।
- দরপত্র আহবান ছাড়াই কার্যাদেশ প্রদানের বিষয় উল্লেখ করে ২৬/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/১/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণসহ দরপত্র আহবান না করায় ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করতঃ উক্ত অর্থ আদায় করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ : ০৭

শিরোনাম ঃ **সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির অনুমোদন ব্যতীত ৩৮৬৪.৯৫ লক্ষ টাকা মূল্যের কার্যাদেশ প্রদান।**

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এডিবি লোন নং- ২১৭২ ব্যান (এসএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত "সেকেন্ড আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার" প্রজেক্ট এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১০.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়। অডিটকালে দেখা যায় যে, উক্ত প্রকল্পের আওতায় বিভিন্ন মেডিক্যাল সার্ভিস প্রদানের জন্য ০৫টি এনজিও এর সাথে ১৫,৯৯,৬৬,৬৭২ টাকার চুক্তি সম্পাদন করা হয় এবং পরবর্তীতে বিভিন্ন সময়ে তা বৃদ্ধি করে মোট ৩৮,৬৪,৯৪,৭৪৯ টাকার উন্নীত করা হয়। অর্থাৎ মূল চুক্তি থেকে প্রায় ১৪২% বৃদ্ধি করা হয়। কিন্তু উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সংক্রান্ত আর্থিক ক্ষমতা, ২০০৪ এর ২৮ নং আইটেমে বর্ণিত শর্তানুযায়ী কোন ক্ষেত্রেই সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রী পরিষদ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করা হয়নি। উল্লেখ্য যে উক্ত শর্তানুযায়ী পরামর্শক সেবা গ্রহণের ক্ষেত্রে চুক্তিমূল্য ০৫ কোটি টাকার উর্ধ্বে হলে সরকারী ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির অনুমোদন আবশ্যক। **(পরিশিষ্ট-৫)**।
- এছাড়া পিপিআর-২০০৩ এর ১৮(১) রেগুলেশন মোতাবেক অতিরিক্ত সেবার মূল্য হবে মূল চুক্তি মূল্যের অনধিক ১৫% অথবা ২ কোটি টাকা, এ দুয়ের মধ্যে যেটি কম, সে পরিমাণ।
- জনাব মোঃ মোহাম্মদ ইকবাল আলোচ্য সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- প্রশাসনিক মন্ত্রণালয় ও এডিবি এর অনুমোদনের প্রেক্ষিতে চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটির অনুমোদন গ্রহণ করে চুক্তি সম্পাদন না করায় স্বচ্ছতা নিশ্চিত হয়নি।
- উক্ত অনিয়মের বিষয় উল্লেখ করে ২৬/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/১/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- এই অনিয়মের জন্য দায়-দায়িত্ব নির্ধারণসহ সরকারি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রীপরিষদ কমিটি কর্তৃক চুক্তিটি নিয়মিত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ :০৮

শিরোনাম ঃ **প্রাপ্য হারের চেয়ে অধিকহারে প্রান্তিক সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে এনজিওকে ১৮.৬২ লক্ষ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করায় আর্থিক ক্ষতি।**

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন ঢাকা সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক এডিবি লোন নং-২১৭২ ব্যান (এসএফ) এর অর্থায়নে বাস্তবায়িত "সেকেন্ড আরবান প্রাইমারী হেলথ্ কেয়ার" প্রজেক্ট এর ২০০৫-০৬ অর্থ বছরের হিসাব ১০.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ হতে ২১.০৯.০৬ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে অডিট করা হয়।
- অডিটকালে সংশ্লিষ্ট দলিলাদি হতে দেখা যায় যে, মেরী ষ্টোপস ক্লিনিক সোসাইটিস এবং ঢাকা সিটি কর্পোরেশন এর মধ্যে একটি চুক্তি হয়। উক্ত চুক্তি মোতাবেক মেরী ষ্টোপস ক্লিনিক সোসাইটিসে কর্মরত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বেতনের ৪০% প্রান্তিক সুবিধা প্রদানসহ বেতন নির্ধারণ করতে হবে।
- প্রকৃত পক্ষে মূল বেতনের সাথে ৪০% এর পরিবর্তে ৬৬.৬৭% প্রান্তিক সুবিধা প্রদান করায় মেরী ষ্টোপস ক্লিনিক সোসাইটিসকে মোট ১৮,৬১,৭০৩.০০ টাকা অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে। **(পরিশিষ্ট-৬)**।
- জনাব মোঃ মোহাম্মদ ইকবাল আলোচ্য সময়ে প্রকল্প পরিচালকের দায়িত্বে ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাবঃ

- সংশ্লিষ্ট দলিলাদি পরীক্ষা করে জবাব প্রদান করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্যঃ

- চুক্তির শর্তে বর্ণিত হারের চেয়ে অধিকহারে প্রান্তিক সুবিধা পরিশোধ করায় উক্ত অর্থের ক্ষতি হয়েছে।
- উক্ত অতিরিক্ত অর্থ পরিশোধের ফলে সরকারের আর্থিক ক্ষতির বিষয় উল্লেখ করে২৬/৪/০৭ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ২৪/১/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৮/৪/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/ মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- অতিরিক্ত পরিশোধিত অর্থ আদায়ের ব্যবস্থা গ্রহন করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ-ঃ ০৯

শিরোনামঃ পিপিআর-২০০৩ এর বিধিমালা লংঘন করে ১৫১২.৪৩ লক্ষ টাকার নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।

বিবরণ ঃ

- স্থানীয় সরকার বিভাগের অধীন সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক বাস্তবায়িত জাপানী ঋণ মওকুফ অনুদান সহায়তায় প্রজেক্ট ফর ডেভেলপমেন্ট অব রোড ড্রেইন এন্ড ডাম্পিং গ্রাউন্ড ডেমেইজ বাই রিসেন্ট ডিভাস্টোটিং ফ্লাড (২০০৪) এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বছরের হিসাব ২৬-০৬-২০০৭ খ্রিঃ হতে ১১-০৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- সিলেট সিটি কর্পোরেশন কার্যালয়ে নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, পিপিআর-২০০৩ এর সংশ্লিষ্ট বিধি সমূহ লংঘন করে ১৫১২.৪৩ লক্ষ টাকার নির্মাণ কাজ সম্পাদন করা হয়েছে।
- দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ বহুল প্রচারিত জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ না করে, স্থানীয় বাংলা দৈনিক পত্রিকায় (দৈনিক স্বাধীন বাংলা এবং দৈনিক জৈন্তা বার্তা) প্রকাশ করা হয়েছে এবং কোন ইংরেজী পত্রিকায় বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়নি যা সরকারী ক্রয় বিধিমালা'২০০৩ এর বিধি ২১(২) এর লংঘন। এছাড়া উক্ত বিধি মোতাবেক বিজ্ঞপ্তিটি সিপিটিইউ এর ওয়েবসাইটেও প্রকাশ করা হয়নি। (পরিশিষ্ট-৭/১-৭/৩)।
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে (টিইসি) এনটিটি বহির্ভূত ০২ জন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি। যা পিপিআর-২০০৩ এর প্রবিধান ৩১(২) এর লংঘন।
- উক্ত সময়ে জনাব সাইফুল ইসলাম, ভারপ্রাপ্ত প্রধান প্রকৌশলী, প্রকল্প পরিচালক পদে কর্মরত ছিলেন।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- দরপত্র বিজ্ঞপ্তিসমূহ স্থানীয় পত্রিকায়, বাংলা জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়েছে, কিন্তু কোন ইংরেজী পত্রিকায় প্রকাশ করা হয়নি।
- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটিতে প্রকিউরিং এনটিটি বহির্ভূত ২ জন সদস্যকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়নি।

সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের এ বিষয়ে জ্ঞান না থাকায় এবং সিলেট সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক প্রথম বারের মত এ প্রকল্প বাস্তবায়ন কাজ করায় এ আপত্তি হতে অব্যাহতি প্রদান করা যায়।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- প্রকল্প কর্তৃপক্ষ কর্তৃক আপত্তিটি স্বীকৃত হয়েছে।
- দৈনিক স্বাধীন বাংলা ও দৈনিক জৈন্তা বার্তা বহুল প্রচারিত কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকা নয়।
- পিপিআর-২০০৩ এর বিধি লংঘন হওয়ার বিষয় উল্লেখ করে ৯/৩/০৮ খ্রিঃ তারিখে মন্ত্রণালয় এর সচিব বরাবর পত্র দেয়া হয়। পরবর্তীতে ১১/৬/০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদপত্র এবং সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসবে ২০/৭/০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা সরকারি পত্র জারী করা হয়। অদ্যাবধি কোন জবাব/মন্তব্য পাওয়া যায়নি।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণ করা আবশ্যক।

স্বাক্ষরিত

মহাপরিচালক
বৈদেশিক সাহায্যপুষ্ট প্রকল্প অডিট অধিদপ্তর
ঢাকা।

তারিখ ০৬/০৪/১৪১৬ বঙ্গাব্দ
২১/০৭/২০০৯ খ্রিষ্টাব্দ

বাঃসঃমুঃ-২০০৮/০৯-৬৮৫২কম/এ-৭০০ বই-২০০৯।